যুগান্তর

তারিখ 04 APR 2016
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

শিশুর ১০ বছরের শিক্ষা বাধ্যতামূলক করে আইনের খসড়া

প্রশ্ন ফাঁসের বিধান বাদ

যুগান্তর রিপোর্ট

প্রত্যেক শিশুকে বাধ্যতামূলকভাবে ১০ বছরের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। এ শিক্ষা হবে সম্পূর্ণ অবৈতনিক। এই ১০ বছরের মধ্যে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা এবং দুই বছরের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা আছে। এমন বিভিন্ন বিধান রেখে নতুন শিক্ষা আইনের খসড়া প্রস্তাব করা হয়েছে। আইনের ওপর মতামত নিতে রোববার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে খসড়া প্রকাশ করা হয়েছে। ১০ এপ্রিলের মধ্যে আগ্রহীদের ই-মেইলে মতামত জানাতে হবে। ৬৭টি ধারা সংবলিত ২৫ পৃষ্ঠার এ খসড়া আইন থেকে বহুল আলোচিত প্রশ্ন ফাঁস সংক্রান্ত বিধান তুলে দেয়া হয়েছে। এর আগের খসড়ায় এ বিধান ছিল। ওই বিধানে প্রশ্ন ফাঁসের শাস্তি চার বছর নির্ধারণ করা নিয়ে সমালোচনা তৈরি হয়েছিল। এ বিষয়ে সম্প্রতি শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ যুগান্তরকে বলেন, প্রশ্ন ফাঁস সংক্রান্ত আলাদা পূর্ণাঙ্গ পুরনো আইন আছে। এ কারণে আমরা সেটি এ আইনের অধীনে রাখিনি। ওই আইন অনুযায়ীই বিচার হবে।

এতে অপ্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পাশের আরেক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একীভূত করার বিধান রাখা হয়েছে। নোট-গাইড নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ অপরাধের জন্য দুই লাখ টাকা জরিমানা, ৬ মাসের কারাদণ্ড বা উভয় দণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে।

ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল ও কিন্ডারগার্টেনসহ সব ধরনের প্রতিষ্ঠান সরকারি নিবন্ধন নিতে হবে। এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগে সরকার কমিশন করবে। 'ও' এবং 'এ' লেবেল পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও নিবন্ধন এবং টিউশন ফি বোর্ড থেকে অনুমোদন নিতে হবে। এসব প্রতিষ্ঠানে বাংলা ও বাংলাদেশ স্টাডিজ পড়ানো বাধ্যতামূলক। এতে শিশুবান্ধব শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি, ভর্তি, ধর্মশিক্ষা, নৈতিক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষার বিধান আছে। স্কুলের পাশাপাশি মাদ্রাসায় অভিন্ন পাঠ্যবই থাকবে। প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যবস্থাপনা কমিটির পাশাপাশি অভিভাবক পরিষদ থাকবে। খসড়া আইন অনুযায়ী, কওমি মাদ্রাসা যুগোপযোগী করার পদক্ষেপ নেবে সরকার। মাধ্যমিক শিক্ষা নবম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত হবে। মাদ্রাসায় এটি দাখিল ও আলিম হিসেবে পরিচিতি পাবে। আগের মতই এসএসসি-এইচএসসি এবং দাখিল ও আলিম পরীক্ষা থাকবে। তবে পাবলিক পরীক্ষার সংখ্যা, স্তর ও পদ্ধতি পুনর্নির্ধারিত হবে। শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য কার্ডের বিধান করা হয়েছে। নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ের সীমা। এর বেশি ব্যয় করতে হলে সরকারের থেকে অনুমোদন নিতে হবে। উচ্চশিক্ষা বাংলার পাশাপাশি ইংরেজিতেও করা যাবে। বিদেশী আউটার সেন্টার, ইংরেজি মাধ্যম কলেজসহ সব ধরনের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারের অনুমোদন নিতে হবে। এসব প্রতিষ্ঠানের ফি যৌক্তিক হারে নির্ধারণের লক্ষ্যে সরকার একটি রেগুলেটরি কমিশন গঠন করবে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিচালিত সান্ধ্যকালীন কোর্সের ফি নির্ধারণ করবে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতি থাকবে।